উষ্মা প্রকাশ ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর

বর্ধমানে সর্বভারতীয় জুনিয়র ভলিবল প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত অব্যবস্থা

সংবাদদাতা, বর্ধমান: বর্ধমানে শুরু হওয়া ৪৪তম সর্বভারতীয় জুনিয়র ভলিবল প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত অব্যবস্থার অভিযোগ উঠল। সোমবার বেলা ৩টেয় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হওয়ার কথা থাকায় রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা নির্ধারিত সময়ে মাঠে হাজির হন। কিন্তু, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি আয়োজকরা। এনিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী। অরবিন্দ স্টেডিয়ামে সেই সময় উপস্থিত ছিলেন সামান্য কয়েকজন দর্শক। পতাকা তুলে এবং বেলুন উড়িয়ে কোনওরকমে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে স্টেডিয়াম ছাড়েন মন্ত্রী। এতে কার্যত অস্বস্তিতে পড়ে যান আয়োজকরা। প্রচারের অভাবে মাঠে দর্শকও অনেক কম ছিল। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, টুর্নামেন্ট কভার করতে আসা সাংবাদিকদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকা বাধ্যতামূলক হলেও তা করা হয়নি। খেলার মাঠে সংসদ সদস্য মমতাজ সংঘমিতার রাজনীতির প্রসঙ্গ টেনে আনেন।

মন্ত্রী চলে যাওয়ার পর সর্বভারতীয় ভলিবল সংস্থার পতাকা তোলা হয়। পতাকা তোলেন সংস্থার সভাপতি রথীন রায়চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কোচ এবং অর্জুন ও দ্রোণাচার্য সম্মানে ভূষিত প্রাক্তন ভলিবল খেলোয়াড় জি ই শ্রীধরণ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সংসদ সদস্য ছাড়াও মেমারির বিধায়ক নার্গিস বেগম, সর্বভারতীয় ও রাজ্য ভলিবল সংস্থার পদাধিকারীরা, উজ্জ্বল প্রামাণিক, বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল খোকন দাস, উত্তম সেনগুপ্ত, জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা ভলিবল ও বাস্কেটবল সংস্থার কর্মকর্তারা।

এবারের টুর্নামেন্টে বালক ও বালিকা বিভাগে ৪৮টি টিম অংশ নিচ্ছে। ভলিবলকে ছড়িয়ে দিতে শহরের চারটি মাঠে খেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন সর্বভারতীয় ভলিবল সংস্থার সভাপতি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রীধরণ বলেন, বর্ধমানের খেলাধুলার একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে। ১৯৭৫ সালে এখানে খেলে গিয়েছি। পরে কয়েকবার টিম নিয়েও এসেছি। বর্ধমানের মানুষ খেলা ভালোবাসেন। বাংলার মেয়েরা কয়েক বছর ধরেই ভলিবলে ভালো ফল করছে।

খেলোয়াড়দের উদ্দেশে তিনি বলেন, ২০১৮ সালে ভলিবলে ঠাসা ক্রীড়াসূচি রয়েছে। দেশ এশিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেবে। এশিয়ান জুনিয়র প্রতিযোগিতাও খেলবে দেশ। এই প্রতিযোগিতা থেকে খেলোয়াড় বাছা হবে। সে কারণে খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় নিজেদের উজাড় করে দেবে বলে আশা রাখি।

এদিন মোট ২৮টি খেলা হয়। বালিকা বিভাগে পাঞ্জাব এবং ছত্তিশগড়ের খেলাটি দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ হয়। ২ ঘন্টা ১৫ মিনিটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর পাঞ্জাব ৩-২ সেটে ছত্তিশগড়কে হারায়। ম্যাচের ফল ২৫-২৭, ১৫-২৫, ২৩-২৫, ২৮-২৬ ও ১৫-৭। বালক বিভাগে পাঞ্জাব ও সাইয়ের ম্যাচটিও বেশ উপভোগ্য হয়। তীব্র লড়াইয়ের পর পাঞ্জাব ৩-১ সেটে ম্যাচ জেতে। বালক বিভাগে উত্তরপ্রদেশ ৩-১ সেটে দিল্লিকে হারায়। মণিপুর ৩-০ ব্যবধানে হারায় হিমাচল প্রদেশকে। পণ্ডিচেরি একই ফলে হারায় ত্রিপুরাকে। ঝাড়খণ্ডকে ৩-০ ব্যবধানে হারায় ওড়িশা। রাজস্থান ৩-০ সেটে জেতে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে। বালিকা বিভাগে কর্ণাটক ৩-০ ব্যবধানে জেতে বিহারের বিরুদ্ধে। ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে স্ট্রেট সেটে জেতে অন্ধ্রপ্রদেশ। ওড়িশাকে ৩-১ ব্যবধানে হারায় উত্তরপ্রদেশ।

Bartaman, 26.12.17, Burdwan

ভলিবল

জাতীয় জুনিয়র ভলিবলের উদ্বোধন হল সোমবার, বর্ধমানে। অংশ নিয়েছে ২৬টি রাজ্যের প্রতিযোগীরা। খেলা হবে অরবিন্দ স্টেডিয়াম-সহ শহরের আরও তিনটি মাঠে। প্রতিযোগিতার সূচনায় হয় পদযাত্রা। ছিলেন মন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা।

আমাদের খেলা

জুনিয়র ভলিবল

বর্ধমান: জাতীয় পর্যায়ের ভলিবল প্রতিযোগিতার আসর বসল বর্ধমান শহরে। ২৫-৩০ ডিসেম্বর চলবে ৪৪তম জুনিয়র ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ। নানা রাজ্য থেকে পুরুষদের ২৬টি ও মহিলাদের ২২টি দল যোগ দিচ্ছে। সোমবার বিকেল ৩টে নাগাদ এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্ল। ছিলেন বিধায়ক নার্গিস বেগম, কাউন্সিলর খোকন দাস প্রমুখ। তবে প্রচার না থাকায় এই প্রতিযোগিতা নিয়ে সেই অর্থে বিশেষ উন্মাদনা দেখা যায়নি শহরে। উদ্বোধনের সময়েও অরবিন্দ স্টেডিয়াম ছিল কার্যত ফাঁকা। ফাঁকা মাঠেই বেলুন উড়িয়ে প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। তার পরে বর্ধমান পুর বিদ্যালয় থেকে স্টেডিয়াম পর্যন্ত মিছিল হয়। ছিলেন বিভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড়েরা। অরবিন্দ স্টেডিয়াম ছাড়াও এই প্রতিযোগিতার কিছু খেলা হবে অগ্রদূত সঙ্ঘ, তরুন সঙ্ঘ, লোকো মাঠে। প্রথম দিনের খেলায় জয়ী হয়েছে উত্তরপ্রদেশ, মনিপুর, পঞ্জাব, কর্ণাটক, পুদুচেরি, ওড়িশা ও রাজস্থান।